দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12 MAR 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

কেন্দ্রে অনুপস্থিত পরীক্ষার্থী

গত বৃহস্পতিবার ৮ই মার্চ হইতে দেশব্যাপী শুরু হইয়াছে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৭ লাখ ৯৬ হাজার ৭৩ জন। এছাড়াও মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ২ লাখ ৩৪ হাজার ৮১২ জন শিক্ষার্থী যথাক্রমে দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতেছে। প্রথমদিন এসএসসির ছাত্রদের ছিল ইংরেজি পরীক্ষা। প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী এবার ইংরেজি পরীক্ষায় নকল তুলনামূলকভাবে খুবই কম হইয়াছে। তবে, পরীক্ষা দিতে আসে নাই সাড়ে ১২ হাজারেরও বেশী সংখ্যক পরীক্ষার্থী। প্রতিবছরই পরীক্ষা হলে কিছুসংখ্যক অনুপস্থিত থাকে। প্রস্তুতি নিয়াও নানা কারণে অনেকে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষায় অংশ লইতে পারে না। ইহা খুব অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার নয়। তবে এইবার অন্যান্য বছরের চাইতে অনেক বেশী সংখ্যক ছেলে-মেয়ে ফরম ফিলাপ করিয়াও পরীক্ষা দেওয়া হইতে বিরত রহিয়াছে। গত বছর প্রথমদিনের পরীক্ষায় সারাদেশে যেখানে হাজার তিনেক অনুপস্থিত ছিলো, সেখানে এইবার সংখ্যাটি দাঁড়াইয়াছে ১২ সহস্রে। পরীক্ষার হলে অনুপস্থিতের সংখ্যা এইরূপ বাড়িয়া যাইবার পশ্চাতে, আমরা আগেই বলিয়াছি যে, নানা কারণ থাকিতে পারে। অসুখ বিসুখ কিংবা অন্য কোনো প্রতিকূলতাহেতু কারও কারও পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভবপর নাও হইতে পারে। তবে, এইবার ওয়াকিফহাল মহলের ধারণা, পরীক্ষায় নকল করা যাইবে না ভাবিয়া অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের অনেকেই ফরম পূরণ করিয়াও শেষতক নিজেদের গুটাইয়া নিয়াছে। এইরূপ যাহারা করিয়াছে, একদিক দিয়া কিন্তু তাহারা ঠিক কাজই করিয়াছে। ফেল কিংবা টানিয়াটুনিয়া পাস করার চাইতে যথারীতি প্রস্তুতি নিয়া পরের বার পরীক্ষা দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তবে, তাহাদের মনে আরও আগে অর্থাৎ ফরম পূরণের পূর্বেই যদি এইরূপ সুমতির উদয় ঘটিত, তাহা হইলে সময় এবং অর্থ উভয়েরই সাশ্রয় ঘটিতে পারিত।

প্রতি বছরই এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্টের সময় দেখা যায়, বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হইয়াছে। এই অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের আবার বেশীর ভাগই দেখা যায়, গ্রাম-মফস্বলের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের। পত্রিকায় এমন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামও বাহির হয়, যেসব প্রতিষ্ঠান হইতে কেহই কৃতকার্য হইতে পারে না। এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রামাঞ্চলে বেশী হইলেও এমন নয় যে শহরে অনুরূপ স্কুল কলেজ নাই। দেশের নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় সবই শহরাঞ্চলে। তাহা সত্ত্বে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে এমন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, যেখানে পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণতার হার নগণ্য। আর যাহারা উত্তীর্ণ হয়, তাহারাও খুব ভাল পয়েন্ট অর্জন করিতে পারে না। সে যাহা হউক, ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষায় ভাল ফল করিতে না পারা কিংবা অকৃতকার্য হওয়ার পিছনে রহিয়াছে বিবিধ কারণ। তবে, সবচাইতে বড় কারণ যাহা, তাহা হইল যথার্থ যোগ্যতা অর্জন বা মেধাবিকাশের আগেই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া। অনেক শিক্ষার্থী ফরম পূরণের আগে অনুষ্ঠিত বাছাই পরীক্ষায় টিকিতে না পারিলেও যেনতেন প্রকারে ফরম পূরণ করিয়া ফেলে। এইক্ষেত্রে একশ্রেণীর শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেলে-মেয়েদের উৎসাহ যোগাইয়া থাকে। উদ্দেশ্য, এইরূপ শিক্ষার্থীর অভিভাবকের নিকট হইতে অতিরিক্ত অর্থ আদায়। আবার, গ্রামাঞ্চলে এমন অনেক অভিভাবক আছেন, যাহারা নিজেরাই টেস্টে বাদ পড়িয়া যাওয়া সন্তানটিকে সেটআপ করিবার জন্য উতালা হইয়া পড়েন। এই শ্রেণীর নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত অভিভাবকের ধারণা একবার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে পারিলে সন্তানটি কোনো না কোনোভাবে পাস করিয়াই যাইবে। পৌরসভার বাহিরে গ্রামাঞ্চলে মেয়ে শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের অনেকের মধ্যে উপরোক্ত প্রবণতাটা খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে। এইরূপ অপ্রস্তুত অবস্থায় যেসব শিক্ষার্থী সেটআপ হইয়াছে, সম্ভবত তাহাদেরই একটা ক্ষুদ্র অংশ পরীক্ষা দেওয়া হইতে বিরত রহিয়াছে। আর তাহাদের মধ্যে যাহারা পরীক্ষা দিতেছে, তাহারা শেষ পর্যন্ত কতখানি ভাল ফল করিতে পারিবে, তা নিয়া সন্দেহ আছে বৈকি।

প্রতি বছরই এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্টের সময় দেখা যায়, বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হইয়াছে। এই অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের আবার বেশীর ভাগই দেখা যায়, গ্রাম-মফস্বলের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের। পত্রিকায় এমন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামও বাহির হয়, যেসব প্রতিষ্ঠান হইতে কেহই কৃতকার্য হইতে পারে না। এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রামাঞ্চলে বেশী হইলেও এমন নয় যে শহরে অনুরূপ স্কুল কলেজ নাই।

প্রসঙ্গক্রমে এইখানে বলা আবশ্যক যে, যেসব ছেলে-মেয়ের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবার মত প্রস্তুতি গ্রহণ করা সম্ভব হয় না, তাহাদের কিন্তু অমেধাবী বারাপ ছাত্র বলিবার সুযোগ নাই। আসলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বাড়ির পরিবেশই তাহাদের অপ্রস্তুত করিয়া রাখে। স্কুল বা কলেজে ঠিকমত পড়ালেখা হইলে, শিক্ষকগণ পূর্বাপর ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি যত্নবান থাকিলে কাহারও পরীক্ষা প্রস্তুতি বারাপ হইবার কথা নয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী নিজের এবং অভিভাবকদের দায়িত্বও কিন্তু কম নয়। এসএসসি পরীক্ষা শিক্ষা জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। প্রাইমারি ও হাইস্কুলে টানা দশ বছর অধ্যয়নের পর শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিবার পর এসএসসিতে আসিয়া হোচট খাওয়া কাহারও কাম্য হইতে পারে না। কাজেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে গ্রাম শহর সর্বত্র, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার মানোন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের মনোযোগী হওয়া উচিত।